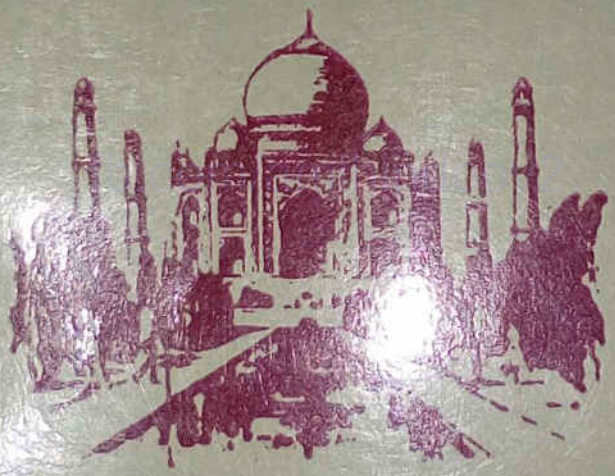
তাজমহল

সৌন্দর্য্যের বিস্ময়কর স্মৃতিসৌধটি ছিল চন্দ্রমৌলেশ্বর মন্দির ?

প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও প্রবীর ঘোষ



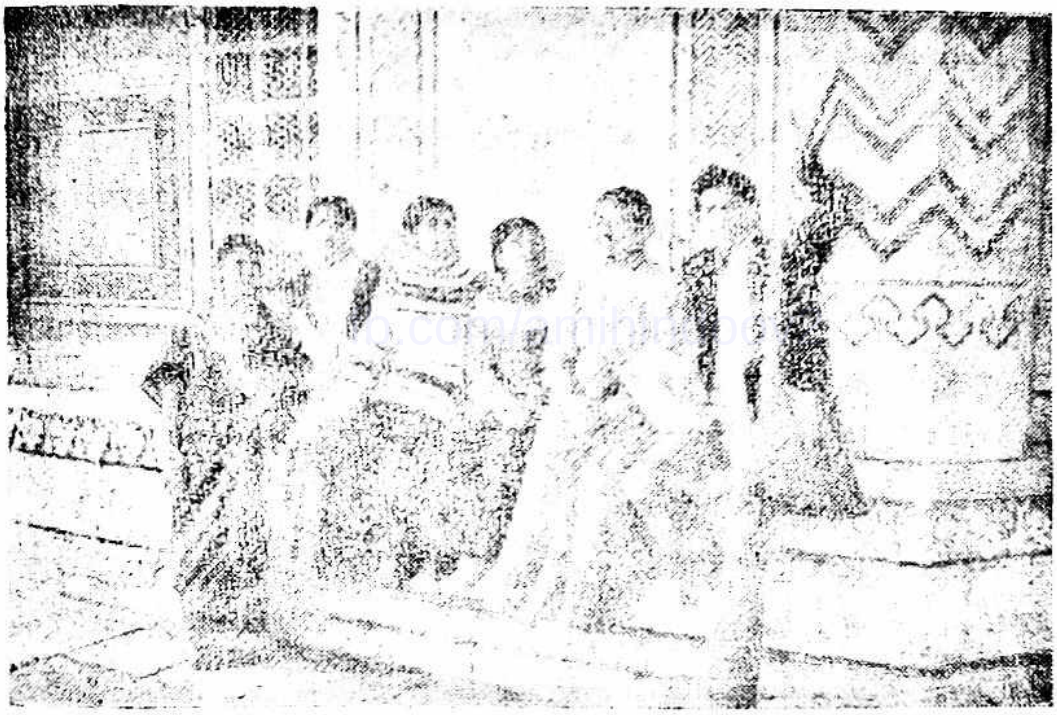
বর্ণালী
BARNALI

তাজমহল ঃ সৌন্দর্য্যের বিস্ময়কর স্মৃতিসৌধ

প্রবীর ঘোষ

তাজমহল ! বলা হয়, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্য বস্তু। সৌন্দর্য্যের বিস্ময়কর স্মৃতিসৌধ। মোগল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্প। সম্রাট শাহ্-জাহানের অন্তর-বেদনার পাষাণ-মন্দির !

শাহ্-জাহান (Emperor Shah-Jahan) ঃ মোগল আমলের পঞ্চম সম্রাট শাহ্-জাহান। তাঁর আগের চার সম্রাট হোলেন (১) বাবর, (২) হুমায়ুন,



দিল্লী ও কলকাতার অন্তরঙ্গ বাঙালী পরিবারের সঙ্গে এই নিবন্ধের লেখক প্রবীর ঘোষ (ডানদিকে) আগ্রার তাজমহলে।

(৩) আকবর, (৪) জাহাঙ্গীর। শাহ্-জাহানের নাম ছিল খুরম। সিংহাসন লাভের জন্য খুরম নিজের দুই ভাইকে অন্ধ কোরে দ্যান। আর বড় ভাই খসরুকে অন্ধ করার পর ষড়যন্ত্র কোরে হত্যা করেন। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে পিতা জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহ্-জাহান সিংহাসনে বসেন। শাহ্-জাহান নামের

অর্থ হোলো, পৃথিবীর অধিপতি। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন তিনি।

পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে, অন্যভাবে বলা যায়, বিমাতা নূরজাহানের বিরুদ্ধে শাহ্-জাহান বিদ্রোহ ঘোষণা কোরে ব্যর্থ হলে পালিয়ে যান। পরে জাহাঙ্গীর, পুত্রকে ক্ষমা করেন। নূরজাহানের আগের নাম ছিল—মেহেরউন্নিসা। তিনি বর্ধমানের (বাংলা) জায়গীরদার শের আফগানের অসাধারণ সুন্দরী বুদ্ধিমতী স্ত্রী ছিলেন। জাহাঙ্গীর শের আফগানকে হত্যা করে মেহেরউন্নিসাকে বিয়ে করেন। তখন মেহেরউন্নিসার নাম হয় নূর-জাহান যার অর্থ জগতের আলো। নূরজাহান বিদুষী মহিলা ছিলেন—রাজ্য শাসনে তাঁর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর, শাহ্-জাহান, বিমাতা নূরজাহানের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেননি।

শাহ্-জাহান আত্মকেন্দ্রিক তথা স্বার্থপর উচ্চাভিলাষী হোলেও শিল্পানুরাগী ও আড়ম্বরপ্রিয় সম্রাট ছিলেন। শাহ্-জাহানের রাজত্বকাল জাঁকজমকের জন্য সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ কোরেছিল। এবং সেজন্যেই শাহ্-জাহানের রাজত্বকালকেই মোগল আমলের 'স্বর্ণযুগ' বলা হোতো। আর তাঁর স্থাপত্যশিল্প তথা শিল্পপ্রেমের নিদর্শন তাজমহল, আগ্রার মোতি মসজিদ, শিশমহল, দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম, দিল্লীর জামি মসজিদ, ময়ূর সিংহাসন প্রভৃতি। ময়ূর সিংহাসন তৈরী কোরতে খরচ হোয়েছিল নাকি ন' কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। যদিও পারস্য সম্রাট নাদির শাহ্ ভারত আক্রমণ কোরে এটি সঙ্গে নিয়ে চলে যান।

তাজমহল : শাহ্-জাহান, তাজমহল, মমতাজমহল—একে অপরের পরিপূরক। শাহ্-জাহানের বিমাতা সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভাই আসফ খাঁর মেয়ে মমতাজকে বিয়ে করেন শাহ্-জাহান। যিনি মমতাজ, তিনিই মমতাজমহল—তিনিই আর্জুমন্দ বানু বেগম। স্ত্রী মমতাজের সমাধির উপর তাজমহল তৈরী করিয়েছিলেন সম্রাট শাহ্-জাহান। তাজমহল নিয়ে বহু কথা শোনা যায়। এটি যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। তাজমহল তৈরী কোরতে নাকি বাইশ বছর মতো লেগেছিল। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে তাজমহল তৈরী শুরু হয় এবং তা শেষ হয় ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে! তাজমহলের স্থপতি কে—এ নিয়েও নানা মুনির নানা মত। তবে কেউ কেউ মনে করেন, ভারতের হিন্দু-মুসলিম 'মিস্ত্রী' বা শিল্পীরাই তাজমহল তৈরী করেন। আবার অনেকে মনে

করেন, জগতের নানা স্থানের দক্ষ কারিগররা নির্মাণে ছিলেন। বিশেষ কোরে সিরাজ ও সমরখন্দ থেকে চিত্রকর ও শিল্পী এসেছিলেন। কতো টাকা খরচ হোয়েছিল—সে বিষয়েও মতভেদ আছে। বলা হয়, পঞ্চাশ (৫০) লক্ষ টাকা। আর একদল বলেন, চার কোটি বার লক্ষ টাকা (৪১১৪৮৮২৬ টাকা ৭ আনা ৬ পাই)। বিশ হাজার লোক নাকি বাইশ বছর ধরে অসাধারণ পরিশ্রম কোরে এই বিস্ময়কর স্মৃতিসৌধ তৈরী সমাপ্ত করেন।

তাজমহল তৈরী হোয়েছিল শ্বেত ও লোহিত নানা রঙের দামী দামী পাথর দিয়ে, যা আনা হোয়েছিল আরব ও তুরস্ক থেকে! তাজমহলের উচ্চতা দুশো ফুটের বেশী। তাজমহলের প্রধান স্মৃতিসৌধ দুটি বেদীর উপর অবস্থিত। প্রথমটি মাটি থেকে চার ফুট উচ্চে, আর দ্বিতীয়টি—প্রথমটি থেকে ১৮ ফুট উপরে। এরই চারদিক থেকে চারটি মিনার উঠেছে। মিনারগুলির উচ্চতা বেদী থেকে ১৩৭ ফুট। মূল স্মৃতিসৌধ পাথুরে বেদীর ঠিক মাঝখানে—তার উচ্চতা ১০৮ ফুট এবং এর চারকোণে চারটি গম্বুজ আছে। মধ্যেকার বড় গম্বুজটি ১৮৭ ফুট উচ্চতার। গম্বুজের, মাথায় আছে 'সোনালি চূড়া'। স্মৃতিসৌধের মাঝখানে আছে একটি অষ্টকোণ ঘর। সেখানেই শাহ্-জাহান ও মমতাজের সমাধি-গৃহ। তাজমহলের পশ্চিমদিকে আছে একটি মসজিদ, আর পূবে আছে 'মেহমানখানা' বা অতিথিশালা।

তাজমহলের স্থপতি কে, সে নিয়ে মতভেদ থাকলেও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক পার্সি ব্রাউনের বক্তব্য : তাজমহল দিল্লীর খান-ই-খানানের সমাধির আদর্শেই তৈরি হোয়েছে ; আর খান-ই-খানানের সমাধি হোলো দ্বিতীয় মোগল বাদশা হুমায়নের সমাধির আদর্শে নির্মিত। তাজমহলের গায়ে যে পত্র ও পুষ্পের অলংকরণ দেখা যায় তা নাকি কনৌজের হিন্দু কারিগরদের হস্তে নির্মিত। এই হিন্দু কারিগরদের নাম চিরঞ্জিলাল, ছোটেলাল, মন্নুলাল, মনোহর সিং প্রমুখ। এই বক্তব্যও পার্সি ব্রাউনের।

কেন 'তাজমহল' তৈরী হোলো? সম্রাট শাহ্-জাহানের প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন মমতাজ। মমতাজ তখনই অসুস্থ—মৃত্যু-পথের পথিক। তিনি সম্রাটকে অনুরোধ কোরলেন যে, মৃত্যুর পর তাঁর (পত্নীর) নামটি যেন জগতে চিরস্মরণীয় কোরে রাখেন শাহ্-জাহান। মৃত্যুশয্যায় শায়িত সম্রাজ্ঞীর সেই অনুরোধ সম্রাট পালন করবেন—সে কথা দিলেন প্রিয়তমাকে। সুতরাং ..... । প্রিয়জনকে হারানোর অপরিমেয় বেদনা এবং সম্রাটের শপথ তথা কথা-রাখার

বাস্তব রূপ—তাজমহল। তাজমহল নির্মাণের মধ্য দিয়ে প্রিয় পত্নীর স্মৃতিকে রক্ষা করলেন এমনভাবে—যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ও অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন হোয়ে রইলো, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে। পাষাণের (পাথর) মধ্যেও যে এত শোভা, সৌন্দর্য্যের বিচ্ছুরণ থাকতে পারে, তা তাজমহল না দেখলে বিশ্বাস হবে না—বোঝানো যাবে না। যদিও সেই সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করার, উপভোগ করার চোখ ও মন থাকা চাই। তাজমহলে গিয়ে দেখেছি, বোঝার চেষ্টা কোরেছি—কেন মানুষ এই অত্যাশ্চর্য্য স্মৃতিসৌধটি দেখার জন্য অশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রভাতের রৌদ্রালোকে এবং উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে যদি দেখা যায় তাজমহলকে—তাহলে বোঝা যায় এর সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম, গঠন শৈলীর নৈপুণ্য, পরিকল্পনা ইত্যাদি কী ভীষণ অসাধারণ, অতুলনীয়। তাজমহল হিন্দু মন্দির না মুসলমানদের মসজিদ বা স্মৃতিসৌধ বা প্রাসাদ—যাই হোক না কেন—তা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা—সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে বিস্ময়কর বস্তু, তা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। আজ থেকে প্রায় সাড়ে-তিনশো বছর আগের তৈরী এই মর্ম্মর সৌধের—শুভ্র পাষাণ চত্বরের নিচে চিরনিদ্রায় শায়িতা রাজমহিষী মমতাজকে, সম্রাট শাহ্-জাহান যেন আজো প্রিয়তমাকে খুঁজে চলেছেন ; আর গম্বুজ, মিনার, পাষাণের হৃদয় ভেদ করে যেন সম্রাটের হাহাকার ধ্বনি ঘোষিত হোচ্ছে : "ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

□

'তাজমহল' কথাটা কিভাবে এলো ?

তাজমহল ছিল 'চন্দ্রমৌলেশ্বর' মন্দির !

তাজমহল তৈরীর প্রচলিত কাহিনী নাকি গপ্পো

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

সম্ভবতঃ জীবনে শেষবারের মতন আগ্রায় 'তাজমহল' দেখতে গিয়ে ঐ বিশ্ববিখ্যাত সমাধি প্রসঙ্গে বেশ কিছু অবিশ্বাস্য মতো তথ্য জানা গেল। দিল্লিতে এক বন্ধুর বাড়ীতে খাওয়ার টেবিলে, আমার 'তাজ' দেখতে যাওয়ার কথা শুনে, একজন প্রবীণ অধ্যাপক বললেন যে, বছর-তিরিশেক আগে কোন একজন ঐতিহাসিক বহু গবেষণার পর একটা বই লিখেছিলেন—যাতে অকাট্য প্রমাণ দিয়ে দাবী করেছিলেন—'তাজমহল' একটা হিন্দু রাজপ্রাসাদ।

বহু গ্রন্থাগার ঘুরে ঘুরে বইটার নাম যদিও বা পেলাম, ('ইণ্ডিয়ান আরকিটেকচর'—লেখক হলেন এ. ভি. টি. আইয়ার) কিন্তু বইটার কোন হদিস পাওয়া গেল না। বেশ কিছুটা হতাশ হয়ে আগ্রায় গিয়ে তাজমহল দেখার আগে শেষ প্রচেষ্টায় গেলাম আগ্রার আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটির দপ্তরে। আর তাঁদের কাছ থেকে জানা গেল যে, তাজমহল প্রাসঙ্গিক বিস্তারিত নানান তথ্য আছে শাহজাহানের সভাকবি 'মুল্লা আবদুল হালিম লাহোরী'র লেখা শাহজাহানের রাজত্বের কুড়ি বছরের ইতিবৃত্ত 'বাদশাহনামা' পুস্তকে। আরও জানা গেল, পারসিক ভাষায় রচিত ঐ 'বাদশাহনামা' দু খণ্ডে প্রকাশ করেছেন 'এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল'। বেশ কিছু এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজির পর বই দুটোর ইংরেজি অনুবাদ পাই ভারত সরকারের লেখ্যাগার থেকে। শাহজাহানেরই রাজত্বকালে লেখা ঐ 'বাদশাহনামা' অনুযায়ী :

স্তবক (২১) শুক্রবার ১১ই জামাদি-উল-আওয়াল, ঐ পবিত্র মৃতদেহ যিনি পর্যটক হয়ে এসেছিলেন……

(২২) মমতাজউল জামানি যাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল সাময়িকভাবে, প্রেরিত হল

(২৩) সঙ্গে গেলেন রাজপুত্র মহম্মদ শাহ, সুজা বাহাদুর, আর গেলেন ওয়াজির খাঁ

(২৪) এবং গেলেন উন্নিসা খাতুন—যিনি মৃতার মনোভাব আন্তরিক-
ভাবে উপলব্ধি করতেন, আর

(২৫) বিভিন্ন বিধি পদ্ধতিতে অভ্যস্ত, মৃতার দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে সচেতন

(২৬) এইভাবে আনা হল রাজধানী আকবারাবাদে (আগ্রা) এবং
নির্দেশিত হল

(২৭) যাত্রাকালে অগণিত মুদ্রা এবং অর্থ বিতরিত হবে ফকির আর
নিঃস্বদের মধ্যে আর ঐ ভূমি

(২৮) অত্যন্ত মহৎ হরিদ্বর্ণ ঐ মহান্ শহরের দক্ষিণাঞ্চলে যেটা

(২৯) এর আগে ছিল রাজা মানসিংহের প্রাসাদ এবং বর্তমানে রাজা
জয়সিংহের

(৩০) যিনি মানসিংহের পৌত্র, স্থিরীকৃত হল রাণীর সমাধির জন্য
যিনি বর্তমানে স্বর্গবাসী

(৩১) যদিও রাজা জয়সিংহ উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া ঐ সম্পত্তি
নিয়ে গর্বিত ছিলেন, তবুও

(৩২) প্রিয়জন বিয়োগ এবং ঈশ্বরনিষ্ঠ পবিত্রতার কথা চিন্তা করে দিয়ে
দিলেন

b.com/amihindoov2

(৩৩) ঐ প্রাসাদের পরিবর্তে জয়সিংহকে দেওয়া স্থির হল রাজকীয় জমি

(৩৪) মৃতদেহ ঐ মহৎ শহরে (আগ্রায়) ১৫ই জামাদুল সানিয়ায়
পৌঁছানোর পর

(৩৫) স্বর্গপ্রাপ্তা রাণীর ঐ মহান্ মৃতদেহ চির বিশ্রামে রাখা হল

(৩৬) সম্রাট বাহাদুরের নির্দেশে ঐ গগনচুম্বি আড়ম্বরশালী প্রাসাদ
সমাধি মন্দিরে

(৩৭) ধর্মভীরু মহীয়সী মহিলার দেহ লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা
ঐ প্রচণ্ড চূড়া সম্বলিত প্রাসাদে

(৩৮) রাজকীয় সম্ভারে প্রাসাদটি রীতিমত মহান্, যা গগনচুম্বি
স্মারণিক আমাদের

(৩৯) সাহেব কোরাণী সানি (সম্রাটের) যিনি ক্ষমতায় অপরাজেয় এবং তাঁরই

(৪০) দৃঢ় সংকল্পে রাজকীয় সমাধির প্রস্তুতি হল, জ্যামিতি বিষয়ে
বিশেষজ্ঞ আর স্থাপত্য-শিল্পী দিয়ে

(৪১) ব্যয় করলেন চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা ঐ সমাধি প্রাসাদ প্রসঙ্গে

'বাদশাহনামা'র—দুটি পৃষ্ঠা, ইংরেজী অনুবাদে :

14. And the court of the Protector of Kings—issued an order which had to be strictly complied with.
15. That the confessor be taken inside Daulatabad fort and starved to death.
16. And he with all the splendour and glory and fanfare accompanied by his son.
17. Eldest (son) as per tradition be given a send off, so that his requests were accepted.
18. And equipped with the gracious charter (order) and with two horses—one Iraqi with golden saddle.
19. The other—Turkish with an ornamental golden saddle through Shukurullah Arab and Fatehkhan—
20. Were sent to Daulatabad—and Udajahan was honoured with a reward of Rs. 40,000
21. Friday—15th Jamadi-ul-awwal the sacred deadbody of the traveller to the kingdom of...
22. Holiness, Hazrat Mumtazul Zamani—who was buried temporarily, was sent—

(PAGE 403) :

23. Accompanied by prince Mohammad Shah, Shuja Bahadur, Wazir Khan—
24. And Satiunnisa Khatun—who knew the temperament of the (deceased) so intimately.
25. And was well versed in the job and represented the views of that queen of pueens etc.,
26. Was brought to the capital Akbarabad (Agra) and an order was issued that very day.
27. During the journey countless coins and money be distributed among the fakirs and needy and the land (site)...

28. Extremely lofty, full of verdure, to the south of that great city and (which)
29. Prior to this was the palace (Manzil) of Raja Mansingh and at this time (at present) belonged to Raja Jaisingh.
30. Grandson (of Mansingh) was selected for the burial of the Queen whose abode is in heaven.
31. Although Raja Jaisingh *valued it greatly as his ancestral heritage* and property, yet
32. Out of sheer scrupulousness so essential in matters of bereavement and religious sanctity
33. In exchange of that (ali Manzil) *grand palace.* He (Jaisingh) was granted government land
34. After the arrival of the dead body in that great city (Agra) on 15th Jamadul Saniya
35. Next year that illustrious body of the heavenly Queen was laid to rest...
36. The officials of the capital according to the royal orders of the day, (under) the sky-high lofty mausoleum
37. (The body) of that pious lady was hid from the eyes of the world, and this, Palace (Imaarat E-aalishan) so majestic and (capped) with a dome—
38. So lofty that snits stature (it) is a memorial to the courage of sky-dimensions
39. (of) Sahib Qarani SANI—(the king) and in strength so mighty.
40. ——In his resolution so firm—the foundation was laid and geometricians with far sight and architects of talent.
41. Incurred an expenditure of Rs. 40 lakhs on his building.....

ব্যক্তিগতভাবে আমি ঐতিহাসিক না হলেও, অনিসন্ধিৎসু মন নিয়ে তাজমহল প্রসঙ্গে আরও কিছু বই ঘেঁটে এমন অনেক তথ্য পেলাম যা, সম্ভবতঃ সর্ব-সাধারণের জানা নেই। যেমন সাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সাহজাহানের পত্নীর নাম ছিল 'মমতাজ'। আস'লে কিন্তু তা নয়। যাঁর সমাধি বলে ওটাকে জানা যায় তাঁর নাম ছিল 'আর্জুমন্দ বানু বেগম'। ওঁর পরিচয় সূত্র যা জানা যায়ঃ উনি ছিলেন জাহাঙ্গীরের প্রধানমন্ত্রী মির্জা গিয়াসবেগের পৌত্রী। আসলে মির্জা গিয়াস ছিলেন অতি সামান্য পার্সীদের এক কর্মচারী, যাঁর অপূর্ব সুন্দরী কন্যা জাহাঙ্গীরের অতি প্রিয় রক্ষিতা হয়ে যাওয়ার ফলে, গিয়াসের পদোন্নতি হয়। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে, আর্জুমন্দের পিতার নাম ছিল আমিনুদ্দৌল্লা আসফ খাঁন, আর মায়ের নাম ছিল দিওয়ানজী বেগম।

আর্জুমন্দের জন্ম হয় ১৫৯৬ সালে এবং সাহজাহানের পত্নী হন ১৬১৪ সালে। অর্থাৎ ওঁর বয়স যখন আঠারো, শাহজাহানের বয়স তখন ২১। উনি কিন্তু শাহজাহানের প্রথম পত্নী নন। প্রথম পত্নী ছিলেন পারস্যের রাজা শাহ ইসমাইলের প্রপৌত্রী। এই দু'জন ছাড়া ওঁর আরও দু'জন স্ত্রী ছিলেন এবং হারেমে বহুসংখ্যক রক্ষিতাও ছিল। আর্জুমন্দ মারা যাওয়ার পর শাহজাহান আবার বিয়ে করেন।

আঠারো বছর বিবাহিত জীবনে আর্জুমন্দ বানু চোদ্দটি সন্তান প্রসব করেন (আটটি পুত্র এবং ছয়টি কন্যা) অর্থাৎ কোনো বছরই শাহজাহান, স্ত্রীর 'পেট খালি' থাকতে দ্যাননি! এবং তিনি মারা যান 'বাহরণপুরে' (আগ্রা থেকে ৫০০ মাইল দূরে) চতুর্দশ সন্তান প্রসবের পরই। ওঁকে সমাধিস্থ করা হয় বাহরণপুরেই। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৭ বছর।

'বাদশাহনামা' অনুযায়ী বাহরণপুরের সমাধি থেকে তাঁর মৃতদেহ বের করে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয় ঠিক ছয় মাস পরই। স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে যে, শাহজাহান যদি সত্যিই তাঁর প্রতি প্রেমমুগ্ধ অন্তরের অনুপম স্মৃতি সৌধ নির্মাণে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকেন, তাহলে সমাধিস্থ মৃতদেহ তোলার মতন, ইসলামীয় ধর্মানুযায়ী অপবিত্র এবং গর্হিত কাজ না করে, সেই সৌধ-বাহরণপুরেই কেন নির্মাণ করলেন না?? তা ছাড়া দেশী ও বিদেশী বহু গবেষকের সিদ্ধান্তানুযায়ী, আগ্রায় ঐ তাজমহল নির্মাণে যদি দশ থেকে আন্দাজ কুড়ি বছর লেগে থাকে, তাহলে মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই ধর্মগর্হিত

অকাজ করে ছয় মাসের মধ্যেই মৃতদেহ আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হল কেন ?? কেনই বা শাহজাহান আবার বিয়েও করলেন ?

সমাধিটা যখন আজর্মন্দ বানুর, তখন নামটা 'তাজমহল' হল কি করে ? আসলে পারসিক ভাষায় ওটাকে বলা হয় "মমতাজ-ই-মহল"। অর্থাৎ 'মমতাজ' মানে 'মনোনীত' ; আর 'মহল' মানে 'প্রাসাদ'। এখানে বলা দরকার, পারসিক ভাষায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গোরস্থানকে বলা হয় 'মকবরা'। ঐ শব্দটা ব্যবহার না করে 'প্রাসাদ' কথাটা ব্যবহার করা হল কেন ? ভারতীয় ঐতিহাসিকদের এটা বেশ একটা বড় প্রশ্ন। যাই হোক, ঐ 'মমতাজ-ই-মহল' কথাটার অপভ্রংশ হল—'তাজমহল'।

ঐ 'তাজমহল' কথাটা নিয়েও বেশ কিছু ভারতীয় ঐতিহাসিক প্রশ্ন তুলেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং গবেষক ডি জি কালে তাঁর এই প্রাসঙ্গিক বইতে বলেছেন যে, আজ থেকে প্রায় ৮০০ বছর আগে যখন শ্বেতপাথরের ঐ বিরাট অট্টালিকা নির্মিত হয় তখন ওটা ছিল 'চন্দ্রমৌলেশ্বর' (শিব) মন্দির। এই প্রসঙ্গে উনি আরও বলেছেন যে, ঐ সীমানায় পদক্ষেপ করলেই ইমারতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে বলে কেউ লক্ষ্যই করেন না যে—সর্বোচ্চ গম্বুজের শীর্ষদেশে যে লৌহ ফলাকা আছে, সেটা 'ত্রিশূল' যা সর্বদা 'চন্দ্রমৌলেশ্বর' (শিব) মন্দিরের ওপর অবধারিত। এ ছাড়াও উনি আরও বলেছেন যে, তাজমহলের প্রধান প্রবেশ দ্বারের শিরোদেশে লাল ও সাদা রংয়ের 'ত্রিশূল' খোদিত আছে। ওঁর মতানুযায়ী সেই সময় ঐ মন্দিরকে বলা হয় 'তেজ মহা আলয়' আর তারই অপভ্রংশ হল 'তাজমহল'।

ওঁর এই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে উনি উল্লেখ করেছেন, লক্ষ্ণৌ ম্যুজিয়ামে সুরক্ষিত সাদা মার্বেল পাথরের উৎকীর্ণলিপি (যেটা ১৯০০ সালে জেনারেল কানিংঘাম আবিষ্কার করেন, তাজমহল থেকে আন্দাজ তিন মাইল দূরে অবস্থিত 'বাটেশ্বর' নামীয় এলাকা থেকে) যাতে একটি শ্লোকে বলা আছে :

> "উনি (রাজা পরমার্দি দেব) একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন যার ভেতর বিষ্ণু ভগবানের বিগ্রহ ছিল, উনি যার পদদেশে মস্তক স্থাপন করতেন।
>
> একইভাবে রাজা একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন স্ফটিকোজ্জ্বল সাদা পাথরের এবং ঐ মহৎ মন্দির নিবেদন করেন সেই দেবতাকে যাঁর

কপালে অর্ধচন্দ্র। মন্দিরটি দেখে তিনি এমন মুগ্ধ হন যে তাঁর আবাসভূমি কৈলাস পর্বতে আর কখনো ফিরে যাননি।"

এই উৎকীর্ণলিপির নিচে যে দিনাংক আছে সেটা হল—বিক্রমাব্দ ১২১২, আশ্বিন মাস, রবিবার, শুক্লা পঞ্চমী। ইংরাজি মতে সালটা দাঁড়ায় ১১৫৫ খৃষ্টাব্দ।

১২০৫ সালে ভারতে মুসলমান রাজত্ব কায়েমিভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, রাজা পরমার্দি দেবের নির্মিত ঐ প্রাসাদ এবং মন্দির তাঁরা দখল করেন। উনি মনে করেন যে, তারপরই বিগ্রহ-আদি ফেলে দিয়ে, প্রাসাদ রূপে ব্যবহার আরম্ভ করেন। আর সেইজন্যই তাজমহলের সীমানার মধ্যে বহির্বাটি আছে, রক্ষীদের থাকার বহু কক্ষ আছে এবং আস্তাবল আছে যা প্রাসাদের অবধারিত অঙ্গ,—সমাধি ক্ষেত্রের নয়। উনি আরও বলেছেন যে, ওটা যে চন্দ্রমৌলেশ্বরের (শিবের) মন্দির ছিল তার অকাট্য প্রমাণ হল যে, তাজমহলের প্রশস্ত বাগানে নানান গাছপালার মধ্যে অধিকতর হল 'বেল' এবং 'ধুতুরা' গাছ—যা না হলে শিব পূজা হয় না।

বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাবলী 'এনসাইক্লোপিডিয়া'য় তাজমহল প্রসঙ্গে নানান কথার মধ্যে বলা আছে ঃ

"আর্জুমন্দ বানু বেগম মারা যান ১৬৩১ সালে এবং সমাধি মন্দিরের নির্মাণ আরম্ভ হয় ১৬৩২ সালে—ভারত, পার্শিয়া, মধ্য এশিয়া এবং আরও দূর থেকে একদল স্থাপত্যশিল্পীর সমবেত প্রচেষ্টায় প্রস্তুত নক্সা অনুযায়ী। চরম নকসার জন্য সম্মান দেওয়া হয় উস্তাদ ঈসাকে যিনি ছিলেন হয় তুর্কী, আর না হয় পারসিক্। প্রায় ২০০০০ (কুড়ি হাজার) রাজমিস্ত্রী, খোদাই শিল্পী প্রমুখদের একত্রিত করা হয় সারা ভারত এবং মধ্য এশিয়া থেকে, আর খরচ হয় ৪০০ (চারশো) লক্ষ টাকা।"

কয়েকজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, যেমন—পার্সি ব্রাউন, ই বি হ্যাভেল প্রমুখদের মতবাদ এবং 'কেমব্রীজ হিসট্রি অফ ইণ্ডিয়া'র ওপর ভিত্তি করে লেখা 'ব্রিটানিকা'র উপরোক্ত বিবরণ প্রসঙ্গে সহজেই প্রশ্ন ওঠে যে, প্রায় ৩৫০ বছর আগে, যখন যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল গরুর গাড়ী আর উট, তখন এক বছরের মধ্যে শুধু ভারত থেকেই নয় পারস্য, মধ্য এশিয়া এবং আরও দূর দেশ থেকে নির্ভরযোগ্য স্থাপত্যশিল্পী নির্বাচন করা, পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা স্থির করা, সম্রাটের মনোভাব তাদের বুঝিয়ে দেওয়া এবং ঐ অনুপম অট্টালিকার নক্সা

তৈরি করা, বিশেষতঃ যখন প্রায় সকলেই বিভিন্ন ভাষাভাষী—কি করে সম্ভব ?

ঐ একই প্রশ্ন ওঠে, শুধু ভারত থেকেই নয়—মধ্য এশিয়া থেকেও অতো হাজার রাজমিস্ত্রি, খোদাই শিল্পী ইত্যাদির একত্রিত করার ব্যবস্থা নিয়ে। তখনকার দিনের আন্তর্জাতিক গতিবিধির কিছু আন্দাজ পাওয়া যায় স্যার যদুনাথ সরকারের 'ইণ্ডিয়ান ট্র্যাভেলার্স' বই থেকে। মণিরত্নাদির ব্যবসায়ী টাভের্নিয়ার (ফরাসী) সম্পর্কে ঐ বই থেকে জানা যায় যে, উনি ১৬৩৮ সালে নিজের দেশ থেকে রওনা হয়ে, আগ্রায় পৌঁছেছিলেন ১৬৪৩ সালে। আর ভারত ভ্রমণ করেছিলেন গরুর গাড়ীতে যার গড়পরতা গতি ছিল দিনে ৪০ (চল্লিশ) মাইল। সুতরাং ..

নির্মাণের ব্যয় প্রসঙ্গেও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। শাহজাহানের সভা-কবি মুল্লা আবদুল হামিদ লাহোরি 'বাদশাহনামা'য় বলেছেন—৪০ লাখ ; আর 'ব্রিটানিকা' বলছে ৪০০ (চারশো) লাখ। অর্থাৎ চার কোটি।

এইসব নানান কথা এবং তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'তাজমহল' নির্মাণের ইতিবৃত্ত যতই জটিল হোক না কেন, ঐ বিশ্ববিখ্যাত দর্শনীয় বস্তুটির সৌন্দর্যের কোন তুলনাই হয় না।

fb.com/amihindoov2

॥ পরের পৃষ্ঠায় সম্পাদকের চিঠি এবং লেখকের উত্তর ॥

প্রভাত মুখোপাধ্যায় ২৭ আগষ্ট ১৯৯৮ নরেন্দ্রপুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠির উত্তর দিয়েছিলাম। আশা করি পেয়েছেন—যদিও তার উত্তর আমার কাছে আসার আগে—এই চিঠি লিখছি। তাজমহলকে নিয়ে আপনার লেখাটা পড়ার পর—লেখাপ্রসঙ্গে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ঐ লেখাটি বর্ণালীতে প্রকাশ কোরছি বা কোরবো—সেজন্যেই আমার প্রশ্নগুলির উত্তর বিশেষ দরকার।

প্রশ্নগুলি হোলো : (লেখাটার জেরক্স সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি)

(১) শেষবারের মতন তাজমহল দেখতে গিয়ে ··

—সাল, মাস, তারিখ (যদি মনে থাকে তারিখটা) জানান।

(২) বছর তিরিশেক আগে কোনো একজন ঐতিহাসিক বহু গবেষণার পর একটি বই লিখেছিলেন···

—বছর তিরিশেক আগে মানে কোন্ সাল? ঐতিহাসিকের নাম এবং বই-এর নাম। ঐতিহাসিক কোন্ দেশের মানুষ, জানা থাকলে তাঁর সংক্ষিপ্ত Bio-data। বইটি কোন্ দেশে প্রথম প্রকাশ হয়—ভাষা কী—কোন্ সালে প্রকাশ হয়?

(৩) শাহজাহানেরই রাজত্বকালে লেখা ঐ 'বাদশাহনামা' অনুযায়ী···

—যে স্তবকগুলি দিয়েছেন তা যেন হঠাৎ-ই আরম্ভ হোলো। কেন ঐ স্তবক—তার বক্তব্যের একটু ব্যাখ্যা দরকার এবং স্তবকের বক্তব্য কমপ্লিট হওয়া দরকার। যেমন প্রথম স্তবকটি পড়ে দেখুন—কি ব্যাপার, কেন বা পবিত্র মৃতদেহ, কার ইত্যাদি নিয়ে লাইন দুটি যেন অসম্পূর্ণ। স্তবকগুলির ব্যাখ্যা আলাদা বেরাকেটে একটু বিস্তারিত কোরে দিন। নামের বানানগুলি ঠিক আছে কিনা—একটু দেখে দেবেন।

(৪) বাহরণপুর—এখন কোন রাজ্যের মধ্যে পড়ে? বাহরণপুরে সমাধিস্থ করার কারণ কি?

(৫) গবেষক ডি. জি. কালে তাঁর এই প্রাসঙ্গিক বইতে বলেছেন যে, আজ থেকে প্রায় ৮০০ বছর আগে যখন···

—ডি. জি. কালে ভারতীয় না বিদেশী? সম্ভব হলে সংক্ষিপ্ত Bio-data, প্রাসঙ্গিক বই-এর নাম—আজ থেকে মানে কোন্ সাল থেকে?

(৬) ত্রিশূল বা লৌহ ফলাকা কি, এখনও আছে বা শেষ কবে দেখাগিয়েছে?

(৭) জেনারেল কানিংহামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

(৮) বাটেশ্বর গামীয় এলাকা থেকে—যাতে একটি শ্লোকে বলা আছে—যে শ্লোকের বক্তব্য " " মধ্যে দিয়েছেন—ঐ শ্লোকের অরিজিন্যাল দিন—বই-এর নাম পৃষ্ঠা নং ইত্যাদি—বই-এর প্রকাশকালও। রাজা পরমার্দি দেব সম্পর্কে একটু পরিচিতি—

(৯) বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাবলী এনসাইক্লোপিডিয়ায় তাজমহল প্রসঙ্গে…

—এটা কোন্ সালে এবং কোথা থেকে প্রকাশিত এনসাইক্লোপিডিয়া এবং সম্ভব হলে পৃষ্ঠা নং—যা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

(১০) লেখায় ব্যবহৃত মানুষ, স্থানের নাম, বই এর নাম একটু দেখে দেবেন, Type করা পাঠানো আপনার লেখায় কোন ভুল আছে কিনা।

প্রশ্নগুলির উত্তর যতটা আপনার জানা আছে বা দেওয়া সম্ভব, তাই-ই জানান।

একটু কষ্ট কোরে যতটা আপনার পক্ষে সম্ভব তার উত্তর দিন—আমার প্রশ্নগুলির। তারপর আমি ঠিকমতো সাজিয়ে নিচ্ছি অথবা আপনিও সাজিয়ে দিতে পারেন। তখন লেখাটি 'দলিল' মতো হোয়ে থাকবে। আপনি যদি একটু তাড়াতাড়ি দ্যান, তাহলে এটা আগামী সংখ্যাতেই দেওয়ার চেষ্টা করব।

—প্রবীর ঘোষ

fb.com/amihindoov2

তোমার বিভিন্ন প্রশ্নের এবং মন্তব্যের উত্তর :

(১) শেষবারের মতন তাজমহল দর্শন : ১৯৯১ সালে পুজোর পরে।

(২) উল্লিখিত বইটির নাম "ইণ্ডিয়ান আর্কিটেকচর", লেখক : এ. ভি. টি. আইয়ার। ভাষা। ইংরেজি। প্রকাশক কে, কবে, কোথায় কিছুই জানা নেই। আমার অধ্যাপক বন্ধু এই গ্রন্থের কথা শুনেছিলেন 'ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের' সিলভার জুবিলী উৎসবে (ডিসেম্বর ২৭-২৯, ১৯৬৩) অধ্যাপক—গবেষক প্রাণনাথ ওকের ভাষণে। উনি এই উৎসবে নিজের গবেষণা পত্র পেশ করেছিলেন। অধ্যাপক ওক তাঁর গবেষণা পত্র বই-আকারে প্রকাশ করেছিলেন দিল্লিতে ১৯৬৭ সালে। বইটির নাম "ব্লান্ডার অফ ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রিসার্চ" (ইংরেজি)।

(৩) আবুল ফজলের "আকবরনামা'র অনুরূপ "বাদশাহনামা" পারসিক ভাষায়, দুই খণ্ডে রচিত। অধ্যাপক বি. পি. সাক্সেনা প্রণীত "হিসট্রি অফ সাহজাহান অফ দিল্লি" (প্রকাশক সেণ্ট্রাল বুক ডিপো, এলাহাবাদ, ১৯৫৮)

পুস্তকানুযায়ী 'বাদশাহনামা'র দুই খণ্ড' সময়ানুক্রমিক ভাবে রচিত। উদ্ধৃত স্তবকগুলি প্রথম খণ্ডের ৪০২ এবং ৪০৩ নম্বর পাতায় আছে (আমি মূল পারসিক ভাষার বই থেকে যে দুটি পাতার ফটোকপি পাঠিয়েছি তার ওপরে সংখ্যার চিহ্ন আছে)।

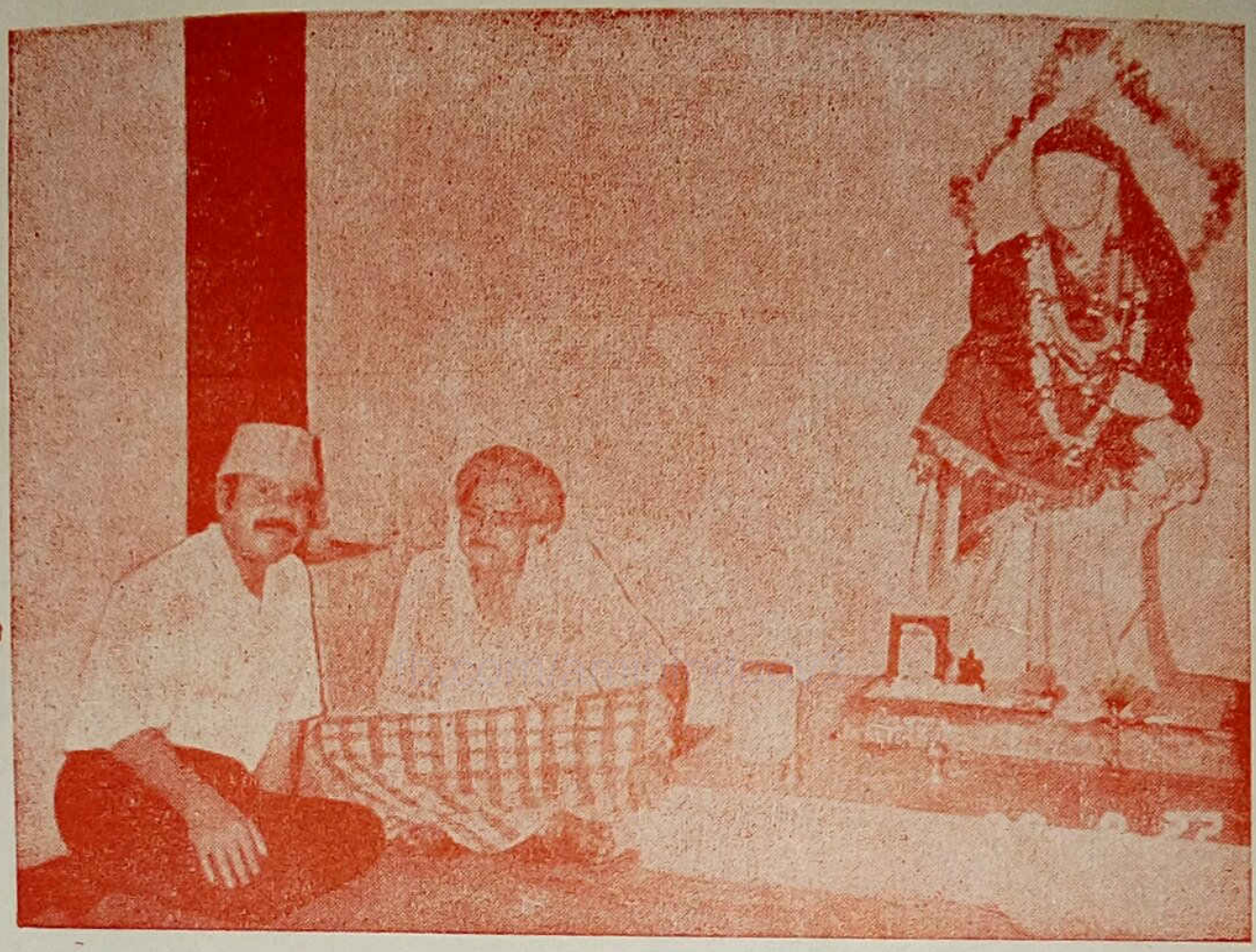
স্তবকগুলি যে সময়ানুক্রমিক ভাবে রচিত তা সহজেই বোঝা যায় ২১ নম্বর স্তবকের প্রারম্ভেই দিন (শুক্রবার, ১৫ই) এবং মাসের উল্লেখ থেকে। এই প্রসঙ্গে ৪০২ পৃষ্ঠায় ২১ নম্বর স্তবকের আগে যে ২০টি স্তবক আছে তা দেখলেই বোঝা যায় যে, সেগুলি অন্য কোন একটি ঘটনার বর্ণনা। তোমার সুবিধার জন্য সেই ২০টি স্তবক (ইংরাজি) এই সঙ্গে পাঠালাম (অনুবাদক—স্যার এইচ এম ইলিয়ট ,'হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড টোল্ড বাই ইটস্ ওন হিস্টোরিয়ানস্"। ৮ খণ্ডে রচিত তাঁর ঐ বইয়ের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করেন অধ্যাপক জন ডাউসন এবং সেটার ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন এলাহাবাদের 'কিতাব মহল', ১৯৩২ সালে। বিভিন্ন নামের প্রসঙ্গে বলাই বাহুল্য যে পারসিক ভাষার নামগুলির রূপান্তর স্বরধ্বনি সম্পর্কীয়—আমার সাধ্যমত তা করেছি।

(৪) বাহরণপুর বর্তমানে উত্তরপ্রদেশে।

মৌলভি মহিউদ্দীন তাঁর রচিত "দি তাজ অ্যাণ্ড ইটস্ এনভাউরোনমেণ্টস্ (প্রকাশক : আর. জি. বানসাল অ্যাণ্ড কোং, ৩৩১, কাসুইরথ, আগ্রা, ১৯৩১) পুস্তকে বলেছেন যে, আরজুমন্দবানুর মৃতদেহ বাহরণপুর প্রাসাদে সমাধিস্থ করা হয়। 'বাদশাহনামার'র প্রথম খণ্ডের ২৭০ নম্বর পাতাতেও বলা আছে, ১০৪০ (ইং ১৬৩২) সালে, 'জি-ই-কডি' মাসের ১৭ই তারিখে আরজুমন্দবানু মারা যান। (পারসিক পঞ্জিকানুযায়ী ঐ দুই মাসের ('আমাদি-উল-আওয়াল' ও 'জি-ই-কডি'র) ব্যবধান ছয় মাস। আর্জুমন্দবানু প্রাসঙ্গিক সব তথ্যই মৌলভি মহিউদ্দীনের বই থেকে নেওয়া।

(৫) ডি. জি. কালে একজন প্রখ্যাত মারাঠী অধ্যাপক। তাঁর বই হল 'গাইড টু দি তাজ অ্যাট আগ্রা' (বইটি প্রকাশ করেন তাঁর ভ্রাতা, অ্যাডভোকেট এম. ডি. কালে ১৯৩৭ সালে পুনায় নিজস্ব বাসভবন থেকে।

অধ্যাপক কালে আরও একটা বই লিখেছিলেন, 'খারজুরওয়াহক্ এলিয়াস ওয়ার্তমান' (প্রকাশক : তাঁর আর এক ভ্রাতা এস. ডি. কালে, মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুর থেকে।) এই পুস্তকের ২৭০—২৭৪ পাতায় লক্ষ্ণৌ ম্যুজিয়মে সুরক্ষিত সাদা মার্বেল পাথরের উৎকীর্ণলিপির সম্পূর্ণ বিবরণ আছে।



বাঁদিক থেকে : প্রবীর ঘোষ ও প্রভাত মুখোপাধ্যায়। এই পুস্তিকার দুই লেখক। হুগলীর কোন্নগরে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে — শ্রীমুখোপাধ্যায়ের আরাধ্য শিরডির সাঁইবাবার মূর্তির পাদদেশে। ছবি—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।